"মুজিবর্ষে স্বাস্থ্য খাত
এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ৪র্থ পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**জনাব জাহিদ মালেক** **মাননীয় মন্ত্রী** **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**
তারিখ	:	০৮/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বেলা ১১:০০ টা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।
উপস্থিতির বিবরণ	:	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযোজিত।

সভাপতি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৩ (তিন) জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে তারা ভাল আছেন।

এ অবস্থায় এক জায়গায় হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে বড় কোন প্রোগ্রাম না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। তিনি আরো বলেন যে, বেশিরভাগ বিদেশি অতিথি বাংলাদেশে আসতে অনাগ্রহ প্রকাশ করায় মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানটি পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তীতে আয়োজন করা হবে। ছোট আকারে র‍্যালির আয়োজন করা যেতে পারে এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলাকে এ বিষয়টি জানিয়ে দেয়া যেতে পারে। ডাক্তার, নার্স ও সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ছোট সেমিনার করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, শুধুমাত্র কমিটি করলেই হবে না কমিটির ফোকাল পয়েন্টদের কাজকর্ম আর জোরদার করতে হবে এবং ফলোআপ ও মনিটরিং কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, যেহেতু ১ (এক) বছরের প্রোগ্রাম সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে যেকোন সময় প্রোগ্রাম করা যাবে। তিনি অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে বাহুল্য পরিহার করার জন্য সভাকে আহবান করেন।

আমরা যেন এ অনুষ্ঠান নিয়ে বাড়াবাড়ি না করি। অনুষ্ঠানসমূহ যেন সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে বিষয়ে সবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বলেন, প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এর ক্ষেত্রে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে তাদের যে প্রতিকৃতি রয়েছে সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

২। সভাপতি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিববর্ষে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় তুলে ধরেন। বিস্তারিত আলোচানান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

নং	কর্মসূচির নাম	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন/সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
০১	দেশজুড়ে স্বাস্থ্য সেবা ও সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ	বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট ও বাণী	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর পোর্ট্রেট ও বাণী প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব
		রেডিও টেলিভিশনে বছরব্যাপী কর্মসূচি	১. মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রেডিও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য ১২ মাসে ১২ টি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।	
		মোবাইল ভ্যান	২. দেশের জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে একই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৩. শুক্র ও শনিবার ঢাকা শহরে ট্রাকে করে এবং বুড়িগঙ্গায় নৌকার মাধ্যমে প্রচার করা হবে। ৪. ঢাকাসহ বিভাগ ও জেলাপর্যায়েও এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	
		প্রত্যেক মাসে একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে একটি কর্মসূচি	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী ওপির মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	

নং	কর্মসূচির নাম	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন/সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
		র‍্যালি	১. মুজিববর্ষ ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ৫০০০ লোকবলের অংশগ্রহণে র‍্যালির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। র‍্যালিটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহিঃবিভাগ সংলগ্ন শহীদ মিনার হতে শুরু হয়ে বিএসএমএমইউতে গিয়ে শেষ হবে মর্মে পূর্বে সিদ্ধান্ত থাকলেও বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কথা বিবেচনা করে র‍্যালি আয়োজনের অংশটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		ব্যানার/পোস্টার/ আলোকসজ্জা	১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডিজিটাল ব্যানার/পোস্টার স্থাপন/প্রদর্শনের লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যানারের ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যানার তৈরি করে সারাদেশে জেলা উপজেলায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ২. আগামী ১৫-১৯ মার্চ ২০২০ তারিখ দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে আলোকসজ্জা বড় আকারে করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		স্কুল হেলথ কর্মসূচি (অসংক্রামক ব্যাধি, সংক্রামক রোগ, পুষ্টি, নিরাপদ মাতৃত্ব/প্রসব, বাল্যবিবাহ, Antibiotic Resistance)	১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী ওপির মাধ্যমে প্রত্যেক মাসে একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা সাথে ডেঙ্গুর সাথে করোনা ভাইরাসে সতর্ক থাকার বিষয়, ক্যান্সার/কিডনী/এ্যাজমা/ ডায়াবেটিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে সচেতনতা জোরদার করতে হবে। ২. স্কুল হেলথ কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম তৈরি করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. নিপসম এর পরিচালককে এ প্রোগ্রামে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ৪. মাননীয় মন্ত্রী এ সংক্রান্ত বুকলেট উদ্বোধন করবেন। ৫. বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাসটি প্রাদুর্ভাবের কথা বিবেচনা করে এই রোগের বিষয়ে সচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
		স্যুভেনির / Documentary	১. খসড়া স্যুভেনির/ Documentary প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এপ্রিল ২০২০ সালে স্যুভেনিরের খসড়া উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০২	Type-1 Diabetic শিশুদের ডায়াবেটিস সেবা	* ডায়াবেটিস সমিতির সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের ৩৮টি জেলায় এসব সেবা দানে বিনামূল্যে ইনসুলিন দেয়া * ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কালেজ হাসপাতালে এই সেবা চালু করা হবে। * সচেতনতা তৈরী *বাবা-মা/পরিবার সদস্যদের প্রশিক্ষণ	১. সারাদেশে ১২ টি হাসপাতালের কার্যক্রম আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে উদ্বোধনের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। ২. ঢাকার বাহিরে ৮টি ও ঢাকার মধ্যে ০২ টি হাসপাতাল ও ২৫০ শয্যার ঝিনাইদহ ও মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতাল দুইটিসহ মোট ১১ টি হাসপাতাল। ঢাকার মধ্যে ০২ টি হাসপাতালের মধ্যে ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে Type-1 Diabetic সেবা প্রদান করা হবে। ৩. মাননীয় মন্ত্রী কারিগরী সহায়তা নিশ্চিত করা গেলে এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্বাচিত ১১ টি হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে শিশুদের ডায়াবেটিস সেবা কার্যক্রম একইসাথে উদ্বোধন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. দেশব্যাপি কার্যক্রমটি সফলভাবে পরিচালনার জন্য ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় IEC ম্যাটেরিয়ালের প্রস্তুত করা হবে। ৫. ৩৮ টি ডায়াবেটিস সমিতিকে এই কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য চিঠি দেয়া হয়েছে। ৬. এই কর্মসূচির আওতায় শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর ও ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়নগঞ্জকে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭. সারাদেশে সকল সরকারী হাসপাতালে ডায়াবেটিক	বেগম রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য)

নং	কর্মসূচির নাম	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন/সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
			কর্ণীর তৈরিসহ শিশুদের ডায়াবেটিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর NCD এর সাথে Diabetic বিষয়টি সমন্বয় করার জন্য DPM (NCD) এ বিষয়কে সম্পৃক্ত করার অভিমত দেন।	
০৩	প্রত্যেক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি করে দীর্ঘজীবী গাছ লাগানো	*বকুল গাছ/ নিমগাছ	দেশের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বকুল/নিম গাছ রোপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বেগম রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য)
০৪	পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর উদ্যোগের অংশ হিসাবে হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন করা	*ভবন সংস্কার/চুনকাম * টয়লেট,বেসিন,ট্যাপ * জানালা দরজা, বেডসাইড টুল/টেবিল * কিচেন * Outdoor- এ নতুন টয়লেট স্থাপন * পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	১. PWD ও HED কে সম্পৃক্ত করে এ কাজসমূহ সঠিক ও দ্রুতসময়ে সম্পাদনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. এছাড়া, উপজেলা পর্যন্ত সকল সরকারি হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আলাদা টয়লেট নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩. যেকোন উপায়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। সারা বছর এ কাজ চলমান রাখতে হবে। এ কাজটিকে Good Habit এ পরিণত করতে হবে।	১.অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। ৩. প্রধান প্রকৌশলী, HED ৪. প্রধান প্রকৌশলী, PWD.
০৫	প্রত্যেক হাসপাতালে Information Cum Help Desk	* হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে তথ্য * স্বাস্থ্য শিক্ষা * LED ------- * দু'জন স্টাফ, কম্পিউটার	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সকল হাসপাতালের পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জন (সকল) সহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র অনুবিভাগ থেকে গৃহীত অন্যান্য কার্যাবলী: ১. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) এর অন্তর্ভূক্ত মুজিববর্ষ উপলক্ষে ০৩টি পার্বত্য জেলায় ০৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ২. মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ৩৬ টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ৪০টি ২০০ শয্যা বা তদুর্দ্ধ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে হেল্প ডেস্ক এবং ৩৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৬৩টি জেলা হাসপাতাল এবং ৪৩৫ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাবলিক টয়লেট নির্মাণের জন্য ৯৬৬৮.৯৫ লক্ষ টাকার ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব ১৯/০২/২০২০ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপনের জন্য যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা) অনুবিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। ৩. স্টিয়ারিং কমিটির সভায় বিষয়টি আলোচনা হয়েছে এবং প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
০৬	Institutional Practice & Evening outdoor	--	ইনস্টিটিউশনাল প্র্যাকটিস ও ইভেনিং আউটডোরের কাজ চলমান রয়েছে।	যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা)
০৭	One stop comprehensive Emergency Service চালু	*প্রথম পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে *ক্রমান্বয়ে জেলা হাসপাতালে এ সেবা চালু করা	১. টারশিয়ারি পর্যায়ের সকল হাসপাতালসহ পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে One stop comprehensive Emergency Service চালুর জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক)-এর দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের পরিচালক এটি বাস্তবায়ন করবে। এ বিষয়টি ফলোআপ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) পরিচালক (সকল), মেডিকেল কলেজ হাসপতাল

নং	কর্মসূচির নাম	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন/সিদ্ধান্ত	দায়িত্ব
০৮	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কিডনী ডায়ালাইসিস সেবা চালু	* প্রথম পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে এ সেবা চালু করা	১৭ ই মার্চ ২০২০ সালের মধ্যে ২২ টি জেলায় শুরু করতে হবে। এক বছরের মধ্যে বাকি ৪২ টি জেলায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ডায়ালাইসিস সেবা চালুর জন্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জনবল, যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে দ্রুত চালুর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মহাপরিচালক/ অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
০৯	উপজেলা পর্যায়ে জরায়ু মুখের ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার চিহ্নিত করণ কার্যক্রম	* VIA Test *Ultrasonogram, Trained Manpower	MNCH ও NCD এ বছরের মডিউল তৈরি করেছে। উপজেলা পর্যায়ে জরায়ু মুখ ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সচেতনতা কার্যক্রম চলছে। *DGHS জেলা ভিত্তিক হাসপাতালসমূহে এই কার্যক্রমগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করবে।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
১০	জেলা পর্যায়ে অন্ততঃ একটি মডেল ফার্মেসী এবং উপজেলা পর্যায়ে একটি মডেল মেডিসিন সপ চালু	--	মডেল ফার্মেসি ও মডেল মেডিসিন শপ-চালুর কাজ এগিয়ে নিতে হবে।	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১১	ACUTE MEDICINE UNIT চালু করা	ACUTE MEDICINE UNIT SET প্রথম পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে এ সার্ভিস চালু করা	ACUTE MEDICINE UNIT স্থাপনের বিষয়ে গত ০৪/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ জরুরি বিভাগ স্থাপনের জন্য নির্দেশনা ও গাইডলাইন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য বলা হয়েছে। এটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	মেডিকেল কলেজ সমূহের অধ্যক্ষ ও হাসপাতালের পরিচালক
১২	বিবিধ	--	১৭ মার্চ থেকে ৩ পার্বত্য জেলা ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন করা হবে। বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় এ বিষয়টি প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, সারা দেশের সকল ইনডোর হাসপাতালের কিচেনে কাঠ/লাকড়ির চুলার পরিবর্তে গ্যাসের চুলা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল), সিভিল সার্জন (সকল), উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)

৩। মাননীয় মন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য গৃহীত অনুষ্ঠানসূচীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুধুমাত্র কমিটি না করে ফলোআপ ও মনিটরিং কার্যক্রম বাড়ানোর নির্দেশনা দেন।

৪। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৯/০৩/২০২০
(জাহিদ মালেক)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.১৩৭.১১৬.০০.০০.০০১.২০১৬- ৪৭৮ তারিখঃ ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৭. যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮. পরিচালক/অধ্যক্ষ (সকল).....
৯. লাইন ডাইরেক্টর, লাইফ স্টাইল, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন/মেডিকেল এডুকেশন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক (সকল).....
১৩. চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
১৪. উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল).....
১৫. প্রধান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৬. সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৭. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

22.০৩.2020

(খন্দকার জাকির হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd